দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 11 JUN 2003
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

প্রাইভেট টিউশনি

ঢাকায় প্রায় ৪৫ হাজার উচ্চ শিক্ষার্থী এই করেই চালিয়ে যাচ্ছে লেখাপড়া

মামুন অর রশিদ ॥ চাকরির অপর নাম যেমন সোনার হরিণ তেমনি রাজধানীতে টিউশনি পাওয়াকে তুলনা করা হয় রুপার হরিণের সঙ্গে। ঢাকায় কেবল প্রাইভেট টিউশনি করেই প্রায় ৪৫ হাজার উচ্চশিক্ষার্থী টিকে থাকা ও পড়াশোনা চালিয়ে যাবার সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। ঢাকার তিন শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–বুয়েট, মেডিক্যাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭২ হাজার ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থীই হাউস টিউটর হিসাবে কাজ করছেন। গ্রাম থেকে আসা বা শহরের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের উচ্চশিক্ষার্থীর পড়াশোনা চালিয়ে যাবার বিকল্প এই কর্মসংস্থান নিয়ে রীতিমতো মেধা

(৭- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

প্রাইভেট টিউশনি

(প্রথম পাতার পর)

ও যোগ্যতার লড়াই চলছে। সন্তান কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট করতে না পারলে এবং লেখাপড়ার উন্নতি না হলে তরুণ টিউটর হেরে যান, বিদায় হন। আবার চমকপ্রদ রেজাল্ট অভিভাবকের কাছে তাঁর কদর ও বেতন বাড়িয়ে দেয়। হাউস টিউটর, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে অম্লমধুর সম্পর্ক নিয়ে এগিয়ে চলছে বিকল্প এই কর্মসংস্থান। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পার্টটাইম চাকরির সুযোগ না থাকার শূন্যতা পূরণ করছে প্রাইভেট টিউশনি।

রাজধানীর তিন শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট এবং মেডিক্যাল কলেজের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি ছাত্রছাত্রী টিউশনি করেন। এই তিন প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন প্রায় ৭২ হাজার ছাত্রছাত্রী। এঁদের মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রী টিউশনির সঙ্গে জড়িত। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্যান্য কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অন্তত ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রী টিউশনির সঙ্গে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়-মেডিক্যালের পর রাজধানীর কলেজগুলোর মধ্যে জগন্নাথ ও ঢাকা কলেজের ছাত্রদের টিউটর হিসাবে কদর রয়েছে। এসব টিউটর টিউশনি করে নিজের খরচ চালানোর পাশাপাশি মা-বাবাকে কিছু টাকা দিচ্ছেন এমন নজির রয়েছে ভূরি ভূরি।

রাজধানীর এক নামকরা টিউটর গিয়াসউদ্দিন আজম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিষয়ের ছাত্র থাকাকালে হাউস টিউটর হিসাবে কাজ করতেন। তখন মাসে তাঁর উপার্জন ছিল আট থেকে বারো হাজার টাকা। গিয়াসউদ্দিন এখনও টিউশনি করেন, একটি কোচিং সেন্টারের মালিক হয়েছেন এবং শিক্ষকতা করছেন সিদ্ধেশ্বরী কলেজে। তিনি জানান, টিউশনি পাওয়া এখন রাজধানীতে চাকরির মতোই কঠিন একটা ব্যাপার। তবে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্রের জন্য টিউশনি পাওয়া খুব একটা কঠিন নয়। তিনি আরও জানান, রাজধানীর টিউটররা ফ্যামিলি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী অর্থাৎ যে পরিবারের বাচ্চাকে পড়ান সেই পরিবারের অবস্থা অনুযায়ী বেতন ও সম্মান পান।

কোচিং সেন্টার বা স্কুল শিক্ষকের চেয়ে রাজধানীর অভিভাবকদের অনেকেই উঁচুক্লাসে পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রকে টিউটর হিসাবে বেশি পছন্দ করছেন। এসব টিউটরের অনেকেই পাঁচ থেকে পনেরো হাজার টাকা অনায়াসে উপার্জন করছেন, যা বৈধভাবে যেনতেন একজন সরকারী চাকরিজীবীর পক্ষে উপার্জন সম্ভব নয়। রাজধানীতে প্রাইভেট টিউটরের কদর দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এটাকে ঘিরে বেশ কিছু অনিয়ম মাথাচাড়া দিচ্ছে। মেধাবী তরুণদের টিউশনি পাইয়ে দেবার জন্য গড়ে ওঠা মিডিয়া সেন্টারে গিয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী প্রতারিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে টিউটর হিসাবে ছাত্রদের একচেটিয়া প্রাধান্য থাকলেও গত দু'তিন বছরে প্রচুর ছাত্রী টিউশনি শুরু করেছেন এবং তাঁরা ছাত্রদের তুলনায় কোন অংশে খারাপ করছেন না। অনেক অভিভাবক ছাত্রদের চেয়ে ছাত্রীদের টিউটর হিসাবে বেশি পছন্দ করেন। বাচ্চাদের মাতৃস্নেহে পড়ানোর সাইকোলজি থেকেই ছাত্রীদের প্রতি অভিভাবকদের আগ্রহ বেশি বলে জানা যায়।

নগরীর বেশ কয়েক অভিভাবকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্কুল শিক্ষক ও কোচিং সেন্টার ছাড়াও তাঁরা বাসায় টিউটর রেখে সন্তানকে লেখাপড়ায় দক্ষ করতে চান। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রকে আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে তাঁরা কোন অংশে কম যত্ন-খাতির করেন না। অতি সহজেই তরুণ এসব টিউটরের সঙ্গে একদিকে শিক্ষার্থী এবং অন্যদিকে অভিভাবক মানিয়ে নিতে পারেন। সন্তানের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে একে অপরের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারেন। অভিভাবকদের মতে, স্কুল শিক্ষক বা কোচিং সেন্টারের চেয়ে তরুণ এসব টিউটর বাচ্চার প্রতি অধিক মনোযোগী হন এবং তাঁদের কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলক কম থাকে। আবার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া একজন ছাত্রের বেতন ও চাহিদা কম থাকে, যা অধিকাংশ পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব। এসব সুবিধার কারণে রাজধানীতে টিউশনি কালচার দিন দিন দ্রুত প্রসারলাভ করছে।